মেহেরপুর টিটিসিতে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ চুরি

মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (টিটিসি)তে রাতের আধারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় তৃতীয় তলার দুটি ট্রেডের তালা ভেঙ্গে এ চুরির কাজ করেছে বলেছে জানা গেছে। তবে কারা এর সাথে জড়িত এ বিষয়ে নিশ্চিৎ করা না গেলেও চোররা যে আইসিটি বিষয়ে পারদর্শি তাতে সন্দেহ নেই কারও।

৭৬টি কম্পিউটারের র্যাম, প্রসেসর, হার্ড ডিক্স সহ দামি জিনিস গুলো নিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে টিটিসির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম জানান, রাত ১২টা পর্যন্ত আমি ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এর পর আমি ঘুমিয়ে যায়। সকালে অফিসে এসে দেখি দুটি কক্ষের তালা ভাঙ্গা। ভিতরে প্রবেশ করার পর চোখে পড়ে কম্পিউটার গুলো ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে এবং এর ভিতরের বিভিন্ন দামি যন্ত্রগুলো নেই। এ ঘটনা মেহেরপুর জেলঅ গোয়েন্দা পুলিশকে জানানো হলে তারা এসে পরিদর্শন করে। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে আসে।

কারা কিভাবে এতো বড় চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে এব্যাপারে কিছু বলা যাচ্ছে না।
চুরির ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে নতুন সড়ক আইন সম্পর্কে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে নতুন সড়ক আইন সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলীর নেতৃত্বে শহরের কলেজ মোড়ে মোটরসাইকেল, বাস, ট্রাক অটোরিক্সা চালকসহ সাধারণ মানুষকে নতুন সড়ক আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সচেতনতা কর্মসূচি পালন করেন।

নতুন আইনে কি আছে এ বিষয়ে সচেতন করতে তাদের হাতে লিফলেট তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সুপার বলেন, নতুন সড়ক আইন সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। তাই তাদের আগে নতুন আইন সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। পরে আইন অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন সকলকে আইন সম্পর্কে সচেতন করতে কাজ করে যাচ্ছে পুলিশ।
জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুর রহমান, হাসিবুল আলম, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ্ দারা খান, ট্রাফিক পুলিশের টিআই ইসমাইল হোসেন, সার্জেন্ট নাজমুল হাসান, মোজাফফর সহ পুলিশ সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীর যুগিন্দা গ্রামে গৃহবধুর শ্লীলতা হানির চেষ্টার অভিযোগ

রপুরের গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের এক গৃহবধুকে শ্লীলতা হানির চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন গৃহবধুর স্বামী স্বামী মহন।

গত রবিবার (০৩-১১-২০১৯) রাত দশটার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান তিনি ও তার ভুওক্তোভোগি স্ত্রী।

এ সময় গৃহবধুর স্বামী মহন বাঁধা দিতে গেলে অভিযুক্ত সিরাজ তাকে কিল ঘুষি দিয়ে পালিয়ে যায় বলে জানান তিনি।

এ ঘটনায় রাতেই গাংনী থানা পুলিশকে অবহিত করা হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায় এবং পরিবারের কথা শোনে।

এদিকে গৃহবধুর স্বামী সাংবাদিকদের আরও জানান, কাজের জন্য মাঝে মাঝে ফরিদপুর যাওয়া লাগে।

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সিরাজ তার স্ত্রীর শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে। অভিযুক্ত সিরাজ একই উপজেলার বাহাগুন্দা

গ্রামের হাফেজ এর ছেলে। সে অধিকাংশ সময় জুয়া খেলে সময় কাটায় বলে জানায় মহন।
এর আগেও সিরাজ ঐ গৃহবধুকে প্রায় উত্যোক্ত করে আসত।

বিষয়টি স্থানীয় মাতব্বর সালাউদ্দিনকে জানানো হলে অভিযুক্ত সিরাজকে কড়া ভাবে নিষেধ করা হয়। এর পর থেকেই সিরাজ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং

গৃহবধুর স্বামীকে মেরে ফেলা সহ গৃহবধুকে একা পেলে মুখে এসিড নিক্ষেপ করার হুমকি দিয়ে আসছে।

এদিকে এই ঘটনার পর থেকে পুলিশ সালাউদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালালে তাকে পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) সাজেদুর রহমান জানান, আমরা অভিযোগকারির সাথে কথা বলে ঘটনাস্থল তদন্ত করছি এ বিষয়ে পরে বলা যাবে আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছে।

গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে গলায় ফাঁস দিয়ে নববধুর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে প্রবাসির নববধু গলায় ফাঁস দিয়ে আত্ম হত্যা করেছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

[redacted] Marise [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন

মুজিবনগরে ওয়াসিম(২৬) নামের এক যু্বকের সাথে দির্ঘ ৭ বছর প্রেম করার পর বিয়ের দাবিতে তার বাড়িতে অনশন করেছে শিউলি খাতুন(১৯) নামের এক যুবতি। ।রবিবার ভোর রাত থেকে তার বাড়ির সামনে বসে আছে বলে জানিয়েছে শিউলি খাতুন।

এদিকে শিউলি খাতুন তার বাড়িতে অনশন করার পর থেকে ওয়াসিম গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রেমিক ওয়াসিম মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস বিশ্বিস পাড়ার আবুল হোসেনের ছেলে।এবং প্রেমিকা শিউলি খাতুন একই গ্রামের ইনু বিশ্বাসের মেয়ে।

তাছাড়া ওয়াসিম ও শিউলি খাতুন একে অপরের প্রতিবেশি বলে জানিয়েছে স্থানিয়রা।

শিউলি খাতুন জানান, দির্ঘ ৭ বছর যাবত ওয়াসিম ও সে একে অপরকে ভালোবেসে আসছে। আমি ওয়াসিমকে বার বার বিয়ের কথা বললে ওয়াসিম সময় নিতে থাকে। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে চলে যায় ৭ টি বছর।পরে যখন আমি বুঝতে পারি সে আমাকে বিয়ে না করে অন্য যায়গায় মেয়ে দেখছে তখন আমি তার ডাকে আজ ভোর রাতে তার বাসাতে যায়। তার বাসাতে যাওয়ার পর তার পরিবারের লোকজনের কথা শুনে আমাকে বিয়ে করতে নাখোজ করে। পরে আমার মোবইল নিয়ে আমাদের ৭ বছর চলাকালীন রিলেশনের যত ছবি, কথার রেকোর্ড ছিলো সেগুলো সব ডিলিট করে দেয়। এবং আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বলে এখন বাসায় যা পরে ভেবেচিন্তে দেখবো কি করা যায়।

কেন সে ছেলের বাসার সামনে বসে আছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে সে জানায়, আমার এই মুখ নিয়ে আমি আর বাসায় যেতে পারবো না। আমি যখন তার বাড়িতে চলে এসেছি,তাকে বিয়ে না করা প্রযন্ত বাড়ি ফিরবো না।

এদিকে মেয়ের কথার ভিন্ন মত পোষন করে ছেলের মা জানান,আমার ছেলে

ঢাকাতে চাকরি করে। সে আজ ৩ দিন আগে বাসায় এসেছে।আমার ছেলে তাকে ডাকেনি। সে নিজেই আজ সকালে বাসায় এসে আমার ছেলেকে বিয়ে করবে বলে দাবি করে।

মেয়ের সাথে তার ছেলের ৭ বছরের সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার বাড়ি আর মেয়ের বাড়ি একই জায়গায়। প্রতিবেশি হিসাবে যেভাবে কথা বলার দরকার সেভাবেই দেখি আমার ছেলে কথা বলে।মেয়ের সাথে আমার ছেলের সম্পর্ক আছে কিনা আমি জানিনা। তবে যদি এরকম সম্পর্ক তাদের থেকে থাকে সেটা আমি কখনই মেনে নেবো না। মেয়ের আমার পছন্দ না, আমি আমার ছেলের সাথে কখনই ঐ মেয়ের বিয়ে দেবো না। তারপরেও যদি আমার ছেলে ঐ মেয়েকে বিয়ে করে তবে আমার বাড়িতে তাদের আশ্রয় হবে না।

মেয়ের অনশনের বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয়রা জানায়, ছেলে ও মেয়ের দির্ঘদিন ধরে সম্পর্ক আছে এটা আমরা শুনেছি। তবে মেয়ে যে কখন ছেলের বাড়ি চলে এসেছে সেটা আমরা কেউ জানিনা। সকালে ঘুম থেকে উঠে জানতে পারি ছেলের বাড়ি মেয়ে চলে এসে বিয়ের দাবিতে অনশন করেছে।

এ ঘটনার বিষয়ে ওয়াসিমের কাছে জানতে চাওয়া হলে সম্পর্কের কথা নাখোজ করে তিনি বলেন, আমি তার সাথে দির্ঘদিন ধরে কথা বলি এটা সত্য কথা। কিন্তু তার সাথে আমার প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই।তাছাড়া তাকে আমি ফোন করে আমার বাসায় আসতেও বলিনি। সকালে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুমন্ত অবস্থায় সকালে সে আমার ঘরে এসে আমাকে ডাকাডাকি শুরু করে। ঘুম থেকে উঠতেই সে আমাকে বলে বিয়ের কথা। কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে না চাইলে সে বলে বিয়ে না করলে আমার বাড়ি থেকে সে যাবে না। পরবর্তিতে এসব বিষয়ে ঝামেলা শুরু হলে আমি বাড়ি থেকে চলে আসি।

-মুজিবনগর অফিস

গাংনীর সাহারবাটিতে গলায় ফাঁস

দিয়ে বৃদ্ধার আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহাবাটি গ্রামে এক বৃদ্ধা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যাকারি বৃদ্ধা ফজিলা খাতুন (৭০) ঐ গ্রামের ক্লাব পাড়ার রেজাউলের স্ত্রী।

নিহতের পরিবার জানান, দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন অনেক চিকিৎসা করেও কোন প্রতিকার হয়নি। এর আগেও সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল পরিবারের লোকজন সে দফায় তাকে রক্ষা করতে পারলেও এবার সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রবিবার ভোরের দিকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে অপমৃত্যু মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যে অবহেলা ও ভুল চিকিৎসায় ঝন্টু হোসেন (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ঊঠেছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ঝন্টু মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার দিন মোহাম্মদের ছেলে। সে ইউনিলিভার কোম্পানীর এর বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
এদিকে, এ ঘটনার পর থেকে রোগীর স্বজনরা হাসপাতালে উত্তেজনা সৃষ্টি কর্ ◌েপরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

হাসাপাতেলর ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডা. তাপস কুমার বলেন, রোগীটি ভুল চিকিৎসায় নাকি অন্য কারনে মারা গেলো এটা ফরেন্সিক রিপোর্ট দেখার পর বলতে পারবো। তবে রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ অনুযায়ী গ্যাসের ইনজেকশন দেওয়ার পর সে মারা গিয়েছে কিনা আমরা ক্ষতিয়ে দেখছি।

হাসপাতালের শিক্ষানবিশ কাউকে দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের কোন এখতিয়ার নেই। তারা সিনিয়র স্টাফদের সাহায্য করবে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, রোগী মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রনে। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে হাসাপতাল কর্তৃপক্ষ।

-নিজস্ব প্রতিবেদক